কালের কণ্ঠ

তারিখ 10 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

নজরদারিতে আসছে ২৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আজিজুল পারভেজ ▷

- এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান আরেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের দায়িত্ব পাচ্ছেন
- ক্লাস শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিতির তথ্য

সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আসছে দেশের প্রায় ২৮ হাজারের বেশি সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন চলবে এই নজরদারি। এ জন্য তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ সফটওয়্যার। একই সঙ্গে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শনের আওতায় আসবে। সমজাতীয় এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে দেওয়া হচ্ছে আরেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের দায়িত্ব। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) নিয়েছে এই উদ্যোগ।

ডিআইএর পরিচালক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া মনে করেন, এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম প্রতিবছর পরিদর্শনের আওতায় আসবে। শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বাড়বে। ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আসবে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

ডিআইএ সূত্রে জানা গেছে, এক হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান বছরে পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একবার পরিদর্শনের পর দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে সময় লেগে যায় ১০ থেকে ১৫ বছর। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পরিদর্শনের আওতায় আসবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিআইএ ৯ কোটি ৯৮ লাখ ছয় হাজার টাকা বাজেটের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর আওতায় তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটে থাকবে একাডেমিক পরিদর্শন ফরম। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ফরমে শিক্ষাবর্ষের সামগ্রিক পারফরমেন্স প্রতিনিয়ত আপলোড করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উপস্থিতি ডিজিটাল কার্ডের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে যুক্ত হবে। ফলে ক্লাস শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে সারা দেশের ক্লাসে শিক্ষকদের উপস্থিতির তথ্য ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। একইভাবে প্রতিদিন যুক্ত হবে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষের পাঠদান কার্যক্রম, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের তথ্য; যার মাধ্যমে সারা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

নজরদারিতে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিস্থিতি শিক্ষা প্রশাসনের নীতিনির্ধারকরাও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে 'উপযোগী' ওয়েবসাইট তৈরির নির্দেশনা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটের প্রতিদিনের তথ্যও ডিআইএর এই ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

এই কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিআইএর উপপরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, 'আমরা সবাই শিক্ষার মান নিয়ে কথা বলি। কিন্তু মান নির্ণয়ের কোনো মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি রেটিং হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। একইভাবে শিক্ষকদের পারফরমেন্সের মূল্যায়নও পাওয়া যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। তার ভিত্তিতে ভালো শিক্ষকদের পুরস্কার ও দুর্বল-ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের তিরস্কার করার চিন্তাভাবনা রয়েছে আমাদের।'

ডিআইএর এই কর্মসূচির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে আরেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ। এটার নামকরণ করা হচ্ছে পেয়ার ইন্সপেকশন। উপজেলাভিত্তিক সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা চক্রাকারে (এক প্রতিষ্ঠানপ্রধান আরেক প্রতিষ্ঠান) পরিদর্শন করবেন। ডিআইএর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে এবং সব ধরনের কলেজ, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা ১ জুলাই থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিদর্শনের পরবর্তী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে ডিআইএর ওয়েবসাইটে নির্ধারিত ফরমে আপলোড করবেন। তাঁদের প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং ত্রুটি ও অনিয়ম চিহ্নিত করে ডিআইএ কর্তৃপক্ষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সারা দেশের সরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এমপিওভুক্ত (শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ প্রাপ্ত) বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি প্রতিষ্ঠান এই ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আসবে। শিক্ষা প্রশাসন সূত্রের তথ্য অনুসারে, দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল রয়েছে ১৬ হাজার ১০৯টি, কলেজ দুই হাজার ৩৬৩টি, মাদ্রাসা সাত হাজার ৫৯২টি এবং কারিগরি বিদ্যালয় এক হাজার ৬১৩টি। সব মিলিয়ে মোট ২৭ হাজার ৬৭৭টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল ৩২৭টি, কলেজ ২৯৩টি, মাদ্রাসা তিনটি এবং ২৪৮টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ওয়েবসাইটে যুক্ত করার জন্য পরিদর্শন ফরমের একটি ফরমেট তৈরি করা হয়েছে। তা চূড়ান্ত করার জন্য আজ বুধবার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ডিআইএ সূত্রে জানা গেছে, এ বছরই এই কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষায় অগ্রসর ও অনগ্রসর দুটি জেলার মাধ্যমে শুরু হতে পারে এই কার্যক্রম।